কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৭তম (বিশেষ) সভা গত ১২/৮/২০০৭খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ বদরুদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরে তিনি জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য সূচীসমূহ বিস্তারিত ভাবে সভায় উপস্থাপন করিতে বললে তিনি সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে টিসিআরসি কর্তৃক প্রেরীত আলুর জাতসমূহের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদনের বিষয়টি সর্ব প্রথম উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ টিসিআরসি কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালকৃত আলুজাতসমূহের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক, মিসেস শামসুর নাহার বেগম, টিসিআরসি কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রায়ালকৃত আলুজাতগুলির প্রাপ্ত তথ্যের উপর পরিচিতি মূলক আলোচনা করেন। পরবর্তীতে তার পক্ষে জনাব মোঃ মঞ্জুর হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি তাদের সম্পাদিত গবেষণা কর্মের উপর তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতেই ডঃ এম এ কাদের, এগ্রিকনসার্ন লিঃ উল্লিখিত আলুর জাত গুলির Participatory Yield Trail এবং সেগুলি সম্পর্কে কৃষকের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। জবাবে ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি জানান যে, জাতগুলির Participatory Yield Trial সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ মূল্যায়ন কালে কৃষক পর্যায়ে সঠিক জনপ্রিয় জাতগুলি খুঁজে পাওয়া আরো সহজ হবে। ডঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন যে, আলু একটি রোগ বালাই সংবেদনশীল ফসল বিধায় নতুন কোন জাত ছাড়করণের পূর্বে রোগ বালাইয়ের বিষয়টি পরীক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এ প্রেক্ষিতে মূল আলোচ্য বিষয় হলো টিসিআরসি কর্তৃক আলু ফসলের মূল্যায়ন সময়কাল কমিয়ে এনে ২ বছর করা যায় কিনা এবং তা কিভাবে সম্ভব তা চিহ্নিত করা। এই বিষয়ের উপর টিসিআরসির বিজ্ঞানী এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি বলেন যে, পরীক্ষণের ১ম বছরে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত আলু জাতের সুপ্ততা (Dormancy) থাকে বিধায় (Sprouting) হতে অনেক সময় লেগে যায় এতে করে দেরীতে লাগানোর ফলে স্বাভাবিক ফলনের চেয়ে আলু ফলন কম হয়ে থাকে এবং সেই সংগে ভাইরাসজণীত রোগের লক্ষণও তেমন প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে এসে এদেশের আবহাওয়ায় ফলন এবং রোগ-বালাই এর পরিবর্তিত সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। ৪র্থ বৎসরে আঞ্চলিক ফিল্ড ট্রায়াল করা হয় এবং মাঠ মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাত ছাড়করণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তা ছাড়া বর্তমানে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক পরপর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলেও তিনি অবহিত করেন। তাই দুই বৎসরের মধ্যে জাত ছাড়করণ করলে রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি থেকেই যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উদাহরণ স্বরুপ তিনি উল্লেখ করেন যে, টিসিআরসি কর্তৃক ইতিপূর্বে মরিন ও ওরিগো জাত দুটিতে রোগ বালাইয়ের প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করে অধিক ফলনের ভিত্তিতে অতি দ্রুততার সাথে জাত ছাড়করণ করা হয়েছে বিধায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই এজাতগুলো ভাইরাজনীত রোগ দ্বারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হওয়ায় কৃষকের মাঠে মোটেই টিকে থাকতে পারেনি। আলোচনায় অংশ নিয়ে ডঃ এম এ হামিদ, মহাপরিচালক, বিনা বলেন যে, টিসিআরসি'র প্রচলিত মুল্যায়ন সিস্টেমকে ভাঙ্গা উচিৎ হবে না।

কেননা আলু একটি সংবেদনশীল ফসল তাই এর মাধ্যমে আলুর বিভিন্ন রোগ দেশে মহামারি আকারে ছাড়িয়ে পড়তে পারে। তবে বিদেশী কোম্পানীগুলির সাথে আমাদের দেশীয় আমদানীকারকগণ চুক্তির মাধ্যমে Advance Yield Trail এর বীজ আলু এনে টিসিআরসিকে দিলে হয়তো এদেশে মূল্যায়ন সময় কমানো যেতে পারে। ডঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিচালক, বিএসআরআই বলেন যে, দীর্ঘ মেয়াদী মূল্যায়ন কাল যাতে কৃষককে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে এজন্য মুল্যায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি যুগপৎভাবে বীজ আলুর বর্ধন (Multiplication) প্রক্রিয়া চালানো যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বিগত দুই তিন বছরে দেশে খাবার আলু এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল জাত হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৭টি আলুর জাত যথা- জারালা, বিনজে, বারাকা, ফেলসিনা, এস্টারিক্স, ডুরা আলট্রা ও ছাড়করণ করা হয়েছে। এ জাতগুলোর কৃষকের মাঝে গ্রহণ যোগ্যতা ও বীজ বর্ধন বিষয়ে বিএডিসি'র নিকট জানতে চাওয়া হলে বিএডিসি'র প্রতিনিধি জানান যে, এ জাতগুলোর বীজ বর্ধন কার্যক্রম এবং কৃষকের মাঝে জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে। সভাপতি মহোদয় উক্ত জাতগুলোর বীজ বর্ধন কর্মসূচী আগামীতে ব্যাপক ভাবে গ্রহণের জন্য বিএডিসিকে পরামর্শ দেন। সেই সাথে জানতে চান যে, গ্রীন হাউসের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বছরে একাধিকবার আলু গ্রো-আউট টেষ্টের মাধ্যমে আলু জাত ছাড়করণের সময় কমানো সম্ভব কি না। জবাবে ডঃ মুহাম্মদ হোসেন, পিএসও, টিসিআরসি জানান যে, গ্রীন হাউসের পরীক্ষণের সুযোগ পেলে জাত ছাড়করণের সময় কমিয়ে আনা সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে বৃহদাকার গ্রীন

হাউস নির্মাণ করতে হবে, যা নির্মাণ করতে প্রায় ৪-৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। সভাপতি মহোদয় টিসিআরসির পরিচালককে অনতিবিলম্বে একটি বড় আকারের গ্রীন হাউস নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করার জন্য বলেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ৩য় বৎসর মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত ৫টি জাত যথাক্রমে Lady Rosetta, Innovator, Markies, Espirit ও Courage কে আগামী মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের নিমিত্তে ট্রায়াল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ডিইউএস টেষ্টের সম্পাদিত ফলাফল কারিগরি কমিটিতে পর্যালোচনা সাপেক্ষে জাতগুলি ছাড়করনের ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)

খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা, ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে একটি বৃহদাকার গ্রীন হাউস নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব অনতিবিলম্বে চেয়ারম্যান, বিএআরসির নিকট প্রেরণ করবে। (দায়িত্বঃ টিসিআরসি)।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বোরো/২০০৬-০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০০৬-২০০৭ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ ৪২ টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট (১ম বর্ষ ৪৬টি, ২য় বর্ষ ২১টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ১৪টি) ৮১টি হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৮১টি জাত ৫টি সেটে (A,B,C,D & E) বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের নিম্নে) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধ্বে) ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে ৫টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-১৮৫ থেকে এইচ-২০২), B সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২০৩ থেকে এইচ-২২০), C সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২২১ থেকে এইচ-২৩৯), D সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২৪০ থেকে এইচ-২৫৬) এবং E সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-২৫৭ থেকে এইচ-২৭৫) সর্বমোট ৯১টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের মধ্যে যেগুলির জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার চেয়ে কম সেগুলিকে চেকজাত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ব্রিধান ২৮ এর সথে তুলনা করে Heterosis % বিশ্লেষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিষয়টির উপর সক্রিয় আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান। আলোচনা কালে এফ আর মালিক, মল্লিকা সীড কোং বলেন যে, পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে তিন বছরের গড় ফলনের পরিবর্তে শেষ বৎসরের ফলন বিবেচনা করা যেতে পারে এবং দেশের ৫টি অঞ্চলে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত জাতকে সারা দেশের জন্য রেজিস্ট্রেশণ করার বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব রাখেন। জনাব মোঃ আজিজুল হক, ব্যবস্থাপক ব্র্যাক অনুরুপ প্রস্তাব রেখে বলেন যেহেতু ব্র্যাকের এইচ বি-৮ হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চল ছাড়া অন্য সব অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বাজার জাত করণের জন্য রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। জাতটি রংপুর অঞ্চলে পুনঃট্রায়ালে ৩য় বৎসরে এসে ভাল করেছে। ৩য় বৎসরের ফলন অথবা ৩য় ও ২য় বছরের গড় ফলন বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে এই বিষয়ের উপর আলোচনায় ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে যেহেতু বিগত সব বছরের ফলনের গড়কে বিবেচনা করার নিয়ম প্রচলিত আছে, সেহেতু এই নিয়ম ভঙ্গ করে শেষের ২ বৎসরের গড় বিবেচনা করলে নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে।

ডঃ মোঃ আঃ ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি এবং ডঃ আঃ খালেক মিয়া, বশেমুরকৃবি অনুরুপ মত প্রকাশ করে বলেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী সকল বছরের গড় ফলন বিবেচনার আইন বলবৎ আছে, তাই শুধুমাত্র শেষ বৎসর বা শেখ দুই বৎসরের গড় ফলন বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এ পর্যায়ে মোঃ বদরুদ্দিন, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং সভাপতি মহোদয় বলেন যে যেহেতু পুনঃট্রায়ালকৃত জাতের রেজিস্ট্রেশন দিতে গেলে পূর্ববর্তী সকল বছরের ফলনের গড় বিবেচনা করা হয় তাই শেষের বৎসরের ফলন বা শেষের দুই বছরের গড় ফলন বিবেচনার সুযোগ নেই।

জনাব মোঃ মাসুম, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপিত কার্যপত্রের বীজের তালিকায় অন্যান্য তথ্য সাথে ঐ বীজের Origin দেশের উদ্ভাবিত প্রদত্ত নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ঢাকা বলেন যে, মাঠ পর্যায়ে ৯১টি (চেকজাত সহ) জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। কেননা অনফার্মে একই স্থানে এতো পরীক্ষণ প্লটের

জন্য জমি পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া বীজ বপন থেকে কর্তন পর্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষন ও পরিচর্য্যা করাও দুরুহ ব্রাপার। তাই মাঠে বাস্তাবায়নের জন্য হাইব্রিড জাতের সংখ্যা সীমিত রাখা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় একমত পোষন করে বলেন যে, হাইব্রিড জাতের ক্রমবৃদ্ধির কারণে এসসিএ'র পক্ষে এতো কাজের চাপ সামলানো কঠিন। তাই এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের পরামর্শ কামনা করেন। জনাব আজিজুল হক, ব্র্যাক বলেন যে, ট্রায়ালের জন্য বীজ প্রদানকারী কোম্পানীগুলির যোগ্যতা যাচাই করা যেতে পারে। ডঃ এম এ হামিদ, মহা পরিচালক, বিনা বলেন যে, হাইব্রিড ট্রায়ালে বর্তমানে ব্যবহৃত RCB ডিজাইনের পরিবর্তে ল্যাটিস ডিজাইন বা অগমেন্টেড ডিজাইন অনুসরণ করলে অল্প জায়গাতেই অধিক পরীক্ষণ প্লট করা সম্ভব। ডঃ মোঃ আঃ ছালাম পরিচালক (গবেষণা) ব্রি বলেন যে, অগমেন্টেড ডিজাইনে জায়গা কম লাগে ঠিকই কিন্তু এই ডিজাইনে যেহেতু একটি মাত্র রেপ্লিকেশন ব্যবহৃত হয় তাই সঠিক ও সুক্ষ্মভাবে হিসাব রাখা ব্যবহারিকভাবে খুবই কঠিন। তিনি বলেন জাতের সংখ্যা কমানোর জন্য বীজ প্রদানকারী কোম্পানীগুলি নিজেরাই এক বা দুই বছর নিজেদের পরীক্ষণ প্লটে পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই (Screenedout) করে ভাল দুই একটি জাত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ট্রায়ালের জন্য দিতে পারেন।

জনাব আব্দুস সোবহান ফেরদৌসী, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বগুড়া এ প্রসংগে আলোকপাত করে বলেন যে, কোম্পানী প্রতি একটি জাত হিসেবে ট্রায়ালের বিষয়টি বিবেচনা করলে জাতের সংখ্যা কমে আসতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে গঠিত উপ কমিটি বর্তমান হাইব্রিড জাত মুল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতিটি প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আগামী কারিগরি কমিটির সভায় বিষয়টির উপর সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় আজকের কার্যপত্র অনুযায়ী কিভাবে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করিলে জনাব মোঃ মাসুম, সুপ্রিম সডি কোম্পানী লিঃ বলেন যে, বিগত বছরগুলির মতো এবারও যে সকল হাইব্রিড জাতের গড় ফলন ২০% বা তদুর্ধ বেশী সেগুলিকে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে এবং সেই সাথে যে সকল জাতগুলো ইতিপূর্বে ট্রায়ালকৃত ৬টি অঞ্চলের মধ্যে ৫টি অঞ্চলে উর্ত্তীন্ন হলে সে সকল জাতগুলোকে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরনে বিবেচনা রাখার প্রস্তাব করেন।

আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৬-০৭ বোরো মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর Compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P.106 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৪৯ ও এইচ-২০১)।

খ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর H.R-422 (Surma-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করাহলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৪৮ ও এইচ-২১৪)।

গ) মুক্তারপুর ভান্ডার এর S-2B (Krishan-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৪৯ ও এইচ-২০৩)।

ঘ) মেটাল সীড কোং লিঃ এর HRM-01 (Agrani7) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫০ ও এইচ-২২০)।

ঙ) মেটাল সীড কোং লিঃ এর Ropushe Bangla-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫১ ও এইচ-২১২)।

চ) কামাল সীড কোং লিঃ এর Ropushe Bangla-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ ১৫২ ও এইচ-২০৫)

ছ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন লিঃ এর HB-09 (Alloran-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫৫ ও এইচ -২০৪)।

জ) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর Supereme Hybride-5 (Heera-5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫৭ ও এইচ-২১০)।

ঝ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর WBR-2 (Modhomoti 2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৫৮ ও এইচ-২১৯)।

ঞ) সিদ্দিকী সীডস কোং লিঃ এর HG-202 (Manik-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫৯ ও এইচ-২৩২)।

ট) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর WBR-5 (Modhomoti 5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৬০ ও এইচ-২০৭)।

ঠ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P.05 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-১৬২ ও এইচ-১৯৯)।

সিদ্ধান্ত ২-ঃ ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের পুনঃ ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) মল্লিকা সীড কোম্পানীর পুনঃট্রায়ালকৃত HTM-4 (সোনার বাংলা-৬) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-০৮৯, এইচ-১২৫ ও এইচ-১৮৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

খ) সুপ্রিম সীড কোঃ লি এর পুনঃট্রায়ালকৃত HS-273 (Supreme Hybrid-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ- ০৬০, এইচ-১০৫ ও এইচ-১৯৭)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত-৩ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৪ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রিড করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৫ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত-৬ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বদরুদ্দিন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।